Scotopia: বাংলার ব্রতপার্বণে মেয়েরা
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

বাংলার ব্রতপার্বণে মেয়েরা

দেবব্রত গুছাইত

ভূমিকা - বারো মাসে তেরো পার্বণের দেশ এই বাংলা। এই বাংলায় এমন মাস খুব কমই আছে যে মাসে একটা না একটা কোন ব্রত বা অনুষ্ঠান নেই। মানুষের কামনা-বাসনা পূরণের জন্য কৃত্য সম্পাদনই ব্রত অর্থাৎ কোন কিছুর উদ্দেশ্যে নারী সমাজ আন্তরিকভাবে যে সকল ক্রিয়াচার পালন করে তাই হল ব্রত। ব্রতের মূল কথাটি লুকিয়ে আছে মানুষের কামনা-বাসনার পরিপূরক বিশেষ কিছু আচারবিধির মধ্যে, যে সমস্ত আচারবিধি বিশেষ কোনো সময় পালন করা হয়। ব্রত হল ধর্মের গার্হস্থ্য রূপ।

মেয়েদের পালিত ব্রতানুষ্ঠানের মধ্যে মানুষের পুরনো জীবন অর্থাৎ আদিম জনমানসের ইতিহাস লুক্কায়িত রয়েছে। এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে বৈদিক আচরণ এবং হিন্দুর শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান। ব্রতের মহিলা একই সঙ্গে দুটি পরিবারের কল্যাণ কামনায় সক্রিয়। একদিকে পিতৃপরিবার অন্যদিকে পতির সংসার। দ্বিতীয়ত, ব্রতের মহিলা আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর নয়। তাই দুর্ভাগ্যের শিকার অন্য মহিলার দুর্গতি মোচনে তাকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে দেখা যায়। সেকালে নারীদের মধ্যে আত্মীয়-পরিজনদের জন্য চিরন্তন বাঙালি নারীহৃদয়ের উৎকণ্ঠিত কামনাও যেমন প্রকাশ পেয়েছে 'নদী নদী কোথা যাও, বাপ ভায়ের বার্তা দাও' ব্রতের এই ছড়ার মধ্যে, তেমনি আমার স্বামীদের পদমর্যাদার ব্যাপারে নারীরা সচেতন ছিলেন, বিশেষত রাজভাষা শেখার ব্যাপারে তাদের মধ্যে আগ্রহের অন্ত ছিলনা, বলেই তাদের বলতে শুনি: 'আর্শী আর্শী, আমার স্বামী পড়ুক ফার্সী।'

ব্রতের মধ্যে দিয়ে নারীমনের বিকাশ ঘটে। ব্রতের সংজ্ঞায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন- 'বিচিত্র অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মানুষ বিচিত্র কামনা সফল করতে চাচ্ছে, এই হল ব্রত।' ব্রতের ছড়ার মধ্যে দিয়ে নারীমনের বিচিত্র (নারীর সতীত্ব রক্ষা, ভালো স্বামী পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা. সংসারের মঙ্গল, পুত্রসন্তানের আকাঙ্খা, সতীন জ্বালা ইত্যাদি) কামনাটিই মূর্ত হয়ে ওঠে। কামনার সাথে সাথে ফুটে উঠেছে তাদের না বলতে পারা কথা। আবার কামনার রূপ ফুটে উঠেছে পুন্যের মধ্যে দিয়ে। প্রবাদে আছে-

'মায়ে ঝিয়ে ব্রত করে

সে-যার পুন্য সে তার করে।'

Scotopia: বাংলার ব্রতপার্বণে মেয়েরা
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

মেয়েলি ব্রতে কামনা যত-রকম তার চরিতার্থতার প্রক্রিয়াও ততরকম। বৈশাখে পুকুরে জল না শুকোয়, গরমে গাছ না মরে, এই কামনা করে পুণ্যিপুকুর ব্রতে, এই ব্রত সাধারণত কুমারী মেয়েরা করে থাকে। এই ব্রতে ব্রতী মন্ত্র-স্বরূপে এই কামনার ছড়াটি বলে-

"পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা
কে পুজোর দুপুরবেলা?
আমি সতী লীলাবতী
সাত ভাইয়ের বোন ভাগ্যবতী
হয়ে পুত্র মরবে না,
পৃথিবীতে ধরবে না।
ঢালি জল তুলসী বিল্বদলে,
স্বামী সোহাগিনী হব ফলে ফুলে।
পুণ্যিপুকুরে ঢালী জল,
শশুরকুলের হউক মঙ্গল।

বৈশাখ মাসের এই ব্রতানুষ্ঠানে বৃষ্টি কামনার সাথে সাথে একজন কুমারী তার আশা-আকাঙ্ক্ষা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদন করছে। কুমারী মেয়েটি ব্রতের মধ্যে দিয়ে সতী হওয়ার ইচ্ছে, পুত্রবতী হওয়ার ইচ্ছে, স্বামী সোহাগিনী হওয়ার ইচ্ছে এবং শ্বশুরকুলের মঙ্গল কামনা পর্যন্ত জানাচ্ছে ঈশ্বরকে। এক কুমারীর অপরিস্ফুট মনে যেমন রূপকথার গল্প দাগ কেটে যায়, ঠিক তেমনি এই মন্ত্র দাগ কাটে হৃদয়ের গভীরে। এই মন্ত্রের প্রত্যেক ভাবনাই ভবিষ্যতে তার জীবনে ঘটবে বলে ভেবে থাকে কুমারীর অপরিস্ফুট মন।

বৈদিক যুগে ঋষিরা চেয়েছিলেন- ইন্দ্র আমাদের সহায় হোন, তিনি আমাদের বিজয় দিন, শত্রুরা দূরে পলায়ন করুক ইত্যাদি; তবে বাঙালি মেয়েরা চাইছে- ' রণে রণে এয়ো হব, জনে জনে সুয়ো হব, আকালে লক্ষী হব, সময়ে পূত্রবতী হব।' ব্রতের মধ্যে দিয়ে কুমারী মেয়েদের ভারতীয় সনাতন নারীর আদর্শ চরিত্রগুলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় যাতে তাদের ভবিষ্যতে বাস্তবকে মেনে নিতে কোন সংকোচ না হয় এবং বাস্তব সংসারে এঁদের মতো পতি, শশুর,

Scotopia: বাংলার ব্রতপার্বণে মেয়েরা
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

শাশুড়ি, দেওর পায় ও তাঁদের মতো সুপুত্রী, রাঁধুনি, সতী ও সহনশীলা হয়। এ প্রসঙ্গে দশপুত্তল বা দশপুত্তলি ব্রত খুবই প্রাসঙ্গিক। এই ব্রত চৈত্র সংক্রান্তিতে আরম্ভ করে বৈশাখ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত করতে হয়। কেবলমাত্র কুমারী মেয়েরাই এই ব্রত পালন করতে পারে। এই ব্রতে কুমারী মেয়েরা কামনা করে থাকে-

"এবার পূজি বর নেবো, রামের মতো পতি পাবো।
এবার পূজি বর নেবো, সীতার মতো সতী হবো।
এবার পূজি বর নেবো, লক্ষ্মণের মতো দেবর পাবো।
এবার পূজি বর নেবো, দশরথের মতো শ্বশুর পাবো।
এবার পূজি বর নেবো, কৌশল্যার মতো শাশুড়ী পাবো।
এবার পূজি বর নেবো, কুন্তীর মতো পুত্রবতী হবো।"

ব্রতগুলির মধ্যে সে যুগের সমাজে এক বাস্তব করুন চিত্র ফুটে উঠতে দেখা যায়। এক কুমারী মেয়ে পুন্যিপুকুর, দশপুত্তলি ব্রত পালন করার পর যখন বিবাহ করে শ্বশুরবাড়ি আসে তখনই তার ব্রতের কামনার সাথে বাস্তবতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। সেকালে পুরুষদের মধ্যে বহু-বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, তাই সতীন সমস্যাও ছিল। নারীদের সতীন না হওয়ার কামনা এবং সতীনের প্রতি বিদ্বেষভাব লক্ষ্য করা যায় কিছু ব্রতের ছড়ার মধ্যে। বিশেষত সেঁজুতি ব্রতের ছড়ার মধ্যে সতীন প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে। যেমন -

১. অশ্বত্থ তলায় বাস করি।
সতীন কেটে আলতা পরি।।

২. বঁটি বঁটি বঁটি।
সতীনের শ্রাদ্ধের কুটনো কুটি।।

৩. সতীন হোক দাসী।
আমি দেখে হই খুশি।।

Scotopia: বাংলার ব্রতপার্বণে মেয়েরা
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

৪. হাতা হাতা হাতা।

খা সতীনের মাথা।।

৫. ময়না ময়না ময়না।

সতীন যেন হয় না।।

৬. কাঁটা কাঁটা কাঁটা

সতীনের মুখে ঝাঁটা।।

সতীন প্রসঙ্গে এরকম অজস্র ছড়া ব্রতের মধ্যে শোনা যায়। আবার সংসারে সতীন থাকলে সতীন যেন বন্ধ্যা হয় সেই কামনাও প্রকাশ পেয়েছে:

থুতকুড়ী থুতকুড়ী

সতীন বেটী আঁটকুড়ি।

আবার স্বামী সোহাগিনী ও শশুরবাড়ির সকলের ভালোবাসা, আদর পাওয়ার জন্য বৈশাখী সংক্রান্তিতে এয়োস্ত্রীরা 'আদরসিংহাসন ব্রত' পালন করে থাকে, এই ব্রতের ফলে বলা হয়ে থাকে-

সকল ব্রতের সেবা ব্রত আদর সিংহাসন।

সবার আদর পায় সে নারী যে করে পালন।।

গ্রাম বাংলাতো বটেই এছাড়াও এখনও শিক্ষিত সমাজে প্রথম কন্যা সন্তান জন্মালে তাকে সাদরে গ্রহণ করা হয়না। তাই সেকাল হোক বা একালে নারীরা বহুপুত্রবতী হওয়ার কামনা রাখে। তাই কিছু ব্রতের হুড়ার মধ্যে দিয়ে নারীর বহুপুত্রকামনার ইচ্ছাও প্রকাশ পেয়েছে-

Scotopia: বাংলার ব্রতপার্বণে মেয়েরা
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

১. সাত বউ যায় সাত দোলাতে,

সাত বেটা যায় সাত ঘোড়াতে।

[অশ্বত্থপাতা ব্রত]

২. বছর বছর পুত্র পান,

বৎসর অন্তর পুত্র চান।

[হরির চরণ ব্রত]

সধবা স্ত্রীরা শুধু শশুরকুল বা নিজের সংসারের জন্য মঙ্গল কামনা করত না। তারা তাদের মা, বাবা, ভাই, সকলের উদ্দেশ্যে মঙ্গলকামনা করত। সকলের মঙ্গলের দায়িত্বভার যেন তার কাঁধে। আবার সকলের মঙ্গলকামনার সাথে সাথে ব্রতির যেন স্বর্গে ঠাঁই হয় সেই বিষয়টিও লক্ষ্য করা গেছে -

কুলকুলতি কুলবতী

তিন কুলে দিয়ে বাতি

আমার যেন সগ্যে হয় থিতি।

মা - কুল, বাপ - কুল, শশুর কুল

তিন কুলে অঞ্জলিপতি।

আমি দিলাম বেলপাতা আর ফুল।।

[কুলকুলতি ব্রত]

আবার,

তুষলী গেল ভেসে, আমার বাপ ভাই এল হেসে।

তুষলী গেল ভেসে, আমার শশুর-শাশুড়ী, স্বামী-পুত্র এল হেসে।

Scotopia: বাংলার ব্রতপার্বণে মেয়েরা
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

তুষলী গেল ভেসে, ধন-দৌলত, টাকা-কড়ি এল হেসে।।

[তুষ তুষলী ব্রত]

সেকালের সমাজে শাশুড়ি-বধূর সম্পর্ক কিরূপ ছিল সেটি জানা যায় যমপুকুর ব্রতের মধ্যে দিয়ে। এই ব্রতের কাহিনীর মধ্যে শাশুড়ি তার বউকে ব্রত পালন করতে দিত না এবং শাশুড়িকে না জানিয়ে বউ ব্রত পালন করলে বউকে অত্যাচার, নির্যাতন ভোগ করতে হতো অর্থাৎ যমপুকুর ব্রতকথায় সেকালে শাশুড়ি ও বৌমার পারস্পরিক তিক্ততার চিত্রটি ফুটে উঠেছে।

সংসারে সতীন সমস্যা থাকলেও স্বামীর প্রতি স্ত্রীদের কোন বিদ্বেষ বা অভিযোগ ছিল না। বরং স্ত্রীরা স্বামীর মঙ্গল কামনা করত, এটি নারী চরিত্রের এক বিশেষ দিক। সেঁজুতি ব্রতের ছড়ার মধ্যে সধবা নারীর স্বামীর মঙ্গল কামনার দিকটি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। যেমন-

হে হর মাগি বর।

স্বামী হোক রাজ্যেশ্বর।।

স্বামী- পুত্র-ধন-সম্পত্তি ও সিথির সিঁদুর নিয়ে সুন্দর সফল সংসার করার ইচ্ছে একজন সধবা নারীর এর চেয়ে বেশি আর কি কামনা থাকতে পারে। তাই তোষলা দেবীর কাছে তার একান্ত প্রার্থনা-

তোমার কাছে মাগি এই বর,

স্বামী পুত্র নিয়ে সুখে করি ঘর।

[তুষ তুষলী ব্রত]

সর্বশেষে নারীর একান্ত কামনা - আজীবন সধবা থাকার বা সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় থাকার বাসনাও প্রকাশ পেয়েছে ব্রতের মধ্যে। যেমন -

Scotopia: বাংলার ব্রতপার্বণে মেয়েরা
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

সরু ধানে, কালো পুতে,

জন্ম যেন যায় এয়োতে এয়োতে।

[সেঁজুতি ব্রত]

আলোচিত ব্রত গুলি ছাড়া আরও দুটি ব্রতের কথা না বললে লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। প্রথম, শিবরাত্রি ব্রত- এই ব্রত কুমারী ও এয়োস্ত্রীদের করতে দেখা যায়। কুমারী মেয়েরা শিবের মতো প্রতি পাওয়ার আশায় শিবলিঙ্গে জল প্রদান করে থাকে। সধবা বা এয়োস্ত্রীরা এই ব্রত স্বামীর দীর্ঘায়ু ও মঙ্গলের জন্য করে থাকে।

দ্বিতীয়, লক্ষীপূজার ব্রত। লক্ষ্মীব্রতটি মেয়েদের একটি খুব বড় ব্রত। বছরে প্রায় অনেকবারই লক্ষ্মীপুজো হয়ে থাকে কিন্তু আমরা সবথেকে বেশি যেটি পালন করে থাকি সেটি হল "কোজাগরী লক্ষীপূজা ব্রত" আশ্বিন পূর্ণিমায় যখন হৈমন্তিক শস্য ঘরে আসবে তখনকার ব্রত এটি। এছাড়াও ভাদ্র মাস, কার্তিক মাস, পৌষ মাস ও চৈত্র মাসে লক্ষ্মী পুজো হয়ে থাকে। লক্ষী ব্রত হচ্ছে দেশের তিন প্রধান শস্য উৎসব। বাঙালীদের কাছে লক্ষ্মীপূজো মানে সংসারের ধনবৃদ্ধি ও সুখ সমৃদ্ধিতে সমৃদ্ধ থাকা। শাস্ত্রীয় শ্লোক বলছে-

“ লক্ষীনারায়ণ ব্রত সর্বব্রত সার,

এ ব্রত করিলে ঘোচে ভবের আঁধার।

বন্ধ্যা নারী পুত্র পায়, যায় সর্ব দুখ,

নির্ধনের ধন হয় নিত্য বারে সুখ।“

আরো একটি ব্রতের কথা না বললে চলে না সেটি হল "জন্মাষ্টমী ব্রত।" শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথিতে মেতে ওঠে বাঙালি সহ সমগ্র হিন্দু সমাজ। বাড়িতে অনেকের গোপাল থাকে, সেই গোপালের পুজো করা হয়। কুমারী মেয়েরা পুত্র সন্তানের আশায় এই ব্রত পালন করে। আবার অনেক সধবা মহিলারাও এই ব্রত করে থাকে পুত্র সন্তান হওয়ার আশায় বা পুত্র সন্তানের কল্যাণময় জীবনের উদ্দেশ্যে।

Scotopia: বাংলার ব্রতপার্বণে মেয়েরা
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

ব্রতে নারী হয়ে ওঠে নিষ্ঠাবতী। সেই নিষ্ঠাভরা মন নিয়ে ব্রতী ব্রতের অন্যতম অঙ্গকে ফুটিয়ে তোলে তার আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে, এই অন্যতম অঙ্গ হল আলপনা। ভেজা চাল বেটে তার সাথে জল মিশিয়ে তৈরি করা হয় পিটুলি। সেই পিটুলি দিয়ে আলপনা আঁকে ব্রতী। আবার খড়িমাটিকে জলে ভিজিয়ে তুলির মাধ্যমে আলপনা দেয় ব্রতী। ব্রতের মানানসই নকশা বা ব্রতী তার মনের মতো নকশা তৈরি করতে পারে। কিন্তু লক্ষ্মীপূজায় মা লক্ষ্মীর পদচিহ্ন আঁকা বাধ্যতামূলক। এই ভাবেই ব্রতী বাংলার শিল্প-সংস্কৃতির চর্চাকে ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে নিয়ে যান।

আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করলাম বাংলার ব্রতপার্বণে মেয়েদের চিত্র। নারী মনস্তত্ত্ব, যে মনস্তত্ত্ব বোঝে না স্বামী ও শশুরকুল। কী করণীয় তখন নারীর? উত্তরে বলা যায় - ব্রতের মাধ্যমে ঈশ্বরকে নিজের মনের কথা বোঝানো। ভালো সংসার, ভালো স্বামী, সন্তান সুখ ও ভালো শশুরকুল এইটুকুই তো কামনা নারী হৃদয়ে। সেটুকুও পূরণ না হওয়ার দুঃখে পীড়িত নারী মন। সেই নারী আশ্রয় নেয় ব্রতে। ব্রতের মধ্যে দিয়েই নারী মনের বিকাশ ঘটে। এ প্রসঙ্গে দেওয়ান গোলাম মোর্তজা বলছেন :

" ব্রতিনীর মনের সংকল্প বা কামনা - বাসনারও একটা পরিচ্ছন্ন মানচিত্র দেখতে পাওয়া যায় তার ব্রতমন্ত্রের উচ্চারণে। কুমারী জীবন থেকে সীমন্তিনি, ভগিনী, স্বামী সোহাগিণী জায়া, সন্তানকুশলা জননী ও সর্বমঙ্গলা শাশুড়ি এভাবে পারিবারিক তথা সামাজিক নানা অবস্থানে নিজের অস্তিত্ব সূচিত করার সংকল্প ও সাধনা তাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে।" [দেওয়ান গোলাম মোর্তজা: লোকায়ত পার্বণ (ঢাকা, ১৯৮৮), পৃ: ১৫]

বৈধব্যের পর নারীরা সমাজের অনেক রীতিনীতি থেকে বঞ্চিত হয়। অনেক ব্রত আর তাদের জন্য থাকে না। সেই সময় নারীমনের একমাত্র ভরসা নীরবতা। নীরবতাকে সেতুরূপে স্থাপন করে মনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পৌঁছে দেয় ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে।

নারী বড় আবেগময়ী, সে সুখে হয় আনন্দিত, দুঃখে ভেঙে পড়ে, আবার অজানা আশঙ্কায় হয় আতঙ্কিত। এইসব নানা দুঃখ, কষ্ট ও অজানা আশঙ্কার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নারীর কামনার অন্ত নেই। তাই নারীরা ব্রত অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তাদের সেই আতঙ্ক থেকে মুক্তি কিংবা সুখ শান্তি লাভের সুপ্ত কামনার পরিতৃপ্তি খুঁজে পায়।

উপসংহার - বাঙালি সমাজ পুরুষপ্রধান। কিন্তু পুরুষপ্রধান হওয়া সত্বেও সমাজে যথেষ্ট মাতৃপ্রাধাণ্য বিদ্যমান। প্রকৃতপক্ষে পরিবারে পুরুষের প্রাধান্য স্বীকৃত হলেও অন্তঃপুরে

Scotopia: বাংলার ব্রতপার্বণে মেয়েরা
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

মেয়েদেরই প্রভাব-প্রতিপত্তি দৃষ্ট হয়। পরিবারের ব্রত পালনের মূলে নারীদের উদ্যোগ ও পরিচালন ক্ষমতা লক্ষণীয়। অনাগত জীবনের শান্তি ও আনন্দের আশায় বাঙালি নারীরা তাই আজও বহুবিধ ব্রতৎসব পালন করে চলেছে।

গ্রন্থপঞ্জি:-

১. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ। বাংলার ব্রত. প্রজ্ঞাবিকাশ, ২০১৮।

২. আড়ু, কেশব। বাংলা লোকসংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গ. প্রজ্ঞাবিকাশ, ২০২১।

৩. বসাক, শীলা। বাংলার ব্রতপার্বণ. পুস্তক বিপণি, ২০০০।

৪. বিদ্যাবিনোদ, শ্রীকালীকিশোর, সংকলক, এবং শ্রীসুরেশ চৌধুরী, সংশোধক। মেয়েদের ব্রতকথা. অক্ষয় লাইব্রেরি, ২০১৭।

৫. মোর্তাজা, দেওয়ান গোলাম। লোকায়ত পালপার্বণ. ঢাকা, ১৯৮৮।